



শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল  
কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল  
সি/১২, তেঁতুইবাড়ি, কাশিমপুর, গাজীপুর। ওয়েব : [www.sfmmpkjsh.com](http://www.sfmmpkjsh.com)



## কেপিজে বুলেটিন

### International Seminar On Liver Transplantation



Keynote Speaker

Prof. Dr. Naimiah N. Mehta  
De-Chairman & Chief Liver Transplant Surgeon  
Department of Surgical Gastroenterology and Hepatoenterology, King  
Ferdinand Hospital, New Delhi, India



Keynote Speaker

Dr. Bidhan Chandra Das  
Professor  
Department of Organotransplant, Peritoneal and Liver Transplantation Surgery,  
Sri Lanka Rajah Murali Krishna Medical University (SRMMS)

Date : 20<sup>th</sup> September 2022  
Time : 09.30 am to 12.00 pm  
Venue : KPJ Auditorium

Live Streaming on [www.youtube.com/kpjdhaka](http://www.youtube.com/kpjdhaka)



সেপ্টেম্বর ২০২২

# মালয়েশিয়ার বিখ্যাত পেইন ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন :  
[www.drnizarabdjalil.com](http://www.drnizarabdjalil.com)

নিম্নলিখিত রোগের চিকিৎসা দেওয়া হয়:

- ☑ মাথাব্যথা/মাইগ্রেন
- ☑ ঘাড় ব্যথা
- ☑ পিঠের ব্যথা উপরের এবং নীচের দিকে
- ☑ মাথা ঘোরা/ ভার্টিগো
- ☑ স্লিপড ডিস্ক/স্পাইনাল স্টেনোসিস



প্রফেসর ডা. নিজার এবিডি জলিল

এমডি (ইউকেএম), এমএমইডি, অ্যানেসথেসিয়া (এইচইউএসএম)  
ফেলোশিপ ইন পেইন ম্যানেজমেন্ট (সিঙ্গাপুর অ্যান্ড মালিসিয়া)  
ফেলোশিপ ইন পেইন ম্যানেজমেন্ট (সিডনি এন্ড নোদারল্যান্ড)

রোগী দেখবেন:

৫ই অক্টোবর ২০২২

সকাল ৯ টা - বিকাল ৫ টা পর্যন্ত।



Tel : 02-44077030-31,  
+88 01810-008080  
Emergency : 02-44077029

অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট  
[www.sfmmpkjsh.com](http://www.sfmmpkjsh.com)

## উপদেষ্টা মণ্ডলী

মোহাম্মদ তৌফিক বিন ইসমাইল- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
ডাঃ রাজীব হাসান- পরিচালক, মেডিকেল সার্ভিস  
নূর আদীলা বিনতি শুইব- প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা  
রুজিতা মোহাম্মদ দান- প্রধান নার্সিং কর্মকর্তা

## সহ সম্পাদক

ডাঃ সৈয়দা সানজিদ আরা নূপুর  
কনসালটেন্ট, গাইনী এবং অবসট্রেট্রিক্স

## মুখ্য সম্পাদক

ডাঃ চৌধুরী মোহাম্মদ আনোয়ার পারভেজ  
স্পেশালিষ্ট-গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি  
চেয়ারপার্সন  
সিএমই কমিটি ২০২২-২৩

## সদস্য

ডাঃ মোদাসসির হোসাইন শাহী  
এনামুল হক দেওয়ান  
বিকাশ চন্দ্র ঘোষ

# ভুলবশত রয়ে যাওয়া মার্জিকেল আইটেম এবং পরবর্তি জটিলতা



## ডাঃ জে.এম.এইচ.কাউয়ার আনন্ম

কনসালটেন্ট, জেনারেল এন্ড ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন

একজন ৬০ বছর বয়সী ভদ্রলোক আমাদের হাসপাতালে সার্জারি বহিঃ বিভাগ পেটে ব্যথা, অনিয়মিত মলত্যাগের অভ্যাস, ক্ষুধা মন্দা এবং হাত-পায়ে অসাড়তার সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন।

তিনি ১০ বছর আগে ঢাকার একটি হাসপাতালে তার অস্ত্রের ছিদ্দের জন্য ল্যাপারোটমির বা পেট কেটে অপারেশনের তথ্য দিলেন।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় তার শরীরে রক্তশূন্যতা, পেটে তীব্র ব্যথার উপস্থিতি পাওয়া যায়। মলদ্বারের

পরীক্ষায় তার মলদ্বারে একটি শক্ত বস্তু অনুভূত হয়।

মলদ্বারে ভাঙ্গা সার্জিকেল ফরসেপের নেমে আসা দেখে আমরাও অবাক হয়ে যাই।

তারপরে আমরা মলদ্বার থেকে এই রয়ে যাওয়া কাঁচির টুকরোটি সরানোর জন্য অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

২ মাসের ব্যবধানে পর্যায় ক্রমে ২টি অপারেশনের মাধ্যমে সার্জিকেল ফরসেপ অপসারণ ও অস্ত্রের পুনঃ সংযোগ স্থাপন করা হয়।

১০ (দশ) বছর আগের করা অপারেশনের সময় ভুলবশত রয়ে যাওয়া সার্জিকেল যন্ত্রটি অপারেশনের মাধ্যমে অপসারণ করার পর রোগী দীর্ঘদিন যাবত ভুগতে থাকা শারীরিক সমস্যা গুলো থেকে দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন।



## মফলতার গল্প



### ডাঃ রাজীব হাছান

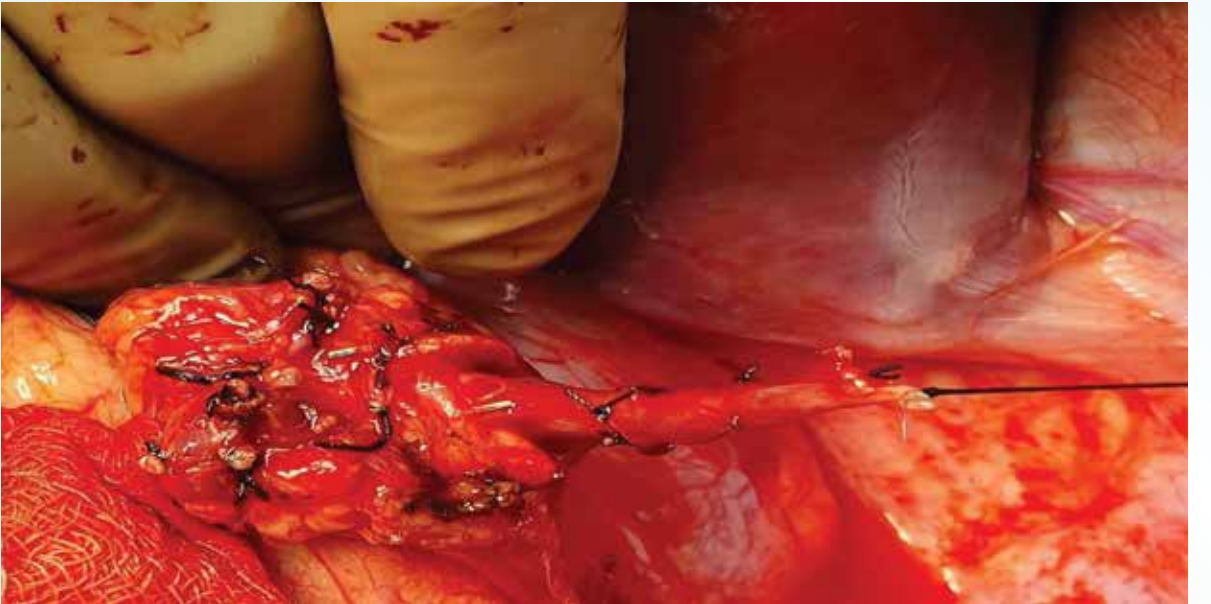
কনসালটেন্ট, জেনারেল এন্ড ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন

লিভার অগ্নাশয় প্লীহার জটিল রোগের সুচিকিৎসায় বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে আমরা থাকতে চাই আপনার পাশে

৫ বছরের রোমান। সব সময়ই বাবা মা বকা দেন বলে ওর আচরণ টাও হয়ে গেছে বড় মানুষের মত। গলা ভারী করে উপদেশ মূলক কথা বলা তার একটি অভ্যেস হয়ে গেছে। পেটের বাম পাশের বড় চাকাটা ওর বয়সের সাথেই যেন দিন দিন বড় হচ্ছে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তাই বাবা-মা তাকে কখনই খেলতে যেতে দেন

না, সাইকেল চালাতে দেননা, এমনকি খেলতে যেন যেতে না পারে তাই তাকে কারো বন্ধুও হতে দেন না। স্কুলের শিক্ষকরাও ওকে কখনো গেমস ক্লাসে ডাকেন না। জীবনের এক বিষন্নতা ছোট্ট রোমানকে ছেয়ে ফেলেছে। দিনের পর দিন বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে যেয়ে যেয়ে, আল্ট্রাসাউন্ডের রুমে শুয়ে থেকে থেকে, রক্ত পরীক্ষার জন্য রক্ত দিতে দিতে রোমানের মনে হয়েছে বুঝি তার রোগটি আর ভালো হবার নয়। সবশেষ যখন বড় একটি নামী দামী হাসপাতাল থেকে তাকে চিকিৎসা না দিয়ে ছুটি দেয়া হল তখন বাবার চোখের পানি দেখে রোমানও কান্না আটকাতে পারেনি।

১ মাস পর আজ ছোট্ট রোমানের কেমন এক আনন্দ হচ্ছে। বাবা তাকে ভর্তি করেছেন শেখ ফজিলাতুল্লাহ মুজিব মেমরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতালে। আজ ওর অপারেশন। ভয়ের বদলে ওর মন ভরে উঠেছে আনন্দে। অবশেষে তার চিকিৎসা হচ্ছে। ডাঃ রাজীব হাসান তার ৪ গুণ বড় হয়ে যাওয়া প্লীহাটি অপসারণ (Splenectomy) করবেন। তার লিভারের গোড়ায় থাকা জন্মগত রক্তনালীর ত্রুটি (portal venous obstruction with cavernous transformation)





জটিল অপারেশনে রোমানের প্লীহার শান্ট (Proximal Lienorenal Shunt) তৈরী করেন। এই জটিল রোগের সুনিপুণ সার্জারীতে অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করায় রোমানের শরীর থেকে কোন রক্তক্ষরণ হয়নি। অপারেশনের ৩য় দিনে রোমান বাবার হাত ধরে বাড়ি গেছে। ডাঃ রাজীব হাসান বলেছেন দেড় মাস পর থেকে সে ও বাড়ির হাসিবেবের সাথে ক্রিকেট খেলতে পারবে। মনেমনে সে তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ডাঃ নাইমেষ মেহতার দেয়া চকলেট গুলো এখন ও সে তার সম্ভাব্য বন্ধুদের দিচ্ছে। ভিডিও কলে (Telemedicine) দিল্লীতে থাকা ডাক্তার বাবুকে তার খেলার ফিরিস্তি দিতে তার বড্ড ভাল লাগে।

শেখ ফজিলাতুল্লাহ মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতালটি দেখলে তার মনটা খুশিতে ভরে উঠে। এই হাসপাতালের চিকিৎসায় সে আজ নতুন মুক্ত জীবন পেয়েছে।

এর অপারেশনের জন্য সুদূর দিল্লী থেকে উড়ে এসেছেন মস্তবড় ডাক্তার - ডাঃ নাইমেষ মেহতা।

ডাঃ রাজীব হাসান ও ডাঃ নাইমেষ মেহতা মিলে ২ ঘন্টার



## মফলতার গল্প



### ডাঃ মোঃ শরিফুল হুসনাম

কনসালটেন্ট, ব্রেইন, স্পাইন ও স্পাইনাল কর্ড সার্জন

বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর পড়ন্ত বিকেলে হাফসা নামের একজন ৪ বছরের বাচ্চা দুই তলা ভবনের ছাদ থেকে খেলতে গিয়ে পড়ে যায়।

তাকে যখন আমাদের হাসপাতালের জরুরী বিভাগে আনা হয় আমরা তাকে সঙ্গা অবস্থায় পাই এবং তার শরীরের ডান পাশে অসারতা ও খিঁচুনি দেখতে পাই।

খিঁচুনি কমানোর ঔষধ দিয়ে তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল করার পর তাকে টিউবের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসের নিরবিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। জরুরী ভিত্তিতে তার সিটি স্ক্যান করানো হলো।

স্ক্যানে তার মাথার সামনের দুই পাশেই বড় ধরনের ইনজুরি এবং বাম পাশে ব্রেইনের আবরণী পর্দার নিচে জমাট বাধা রক্ত দেখতে পাওয়া যায়। তার বাম পায়ে সবচেয়ে বড় হাড়টি ও (ফিমারের মাথায়) ভেঙে গিয়েছিল।

আমরা জানি যে কোনো ইনজুরির পরে পরবর্তী ৪ ঘন্টা গোল্ডেন সময় বলা হয় রোগীর জন্য। আমরা রোগীর অবস্থা বিবেচনা পূর্বক তার অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেই। কিন্তু ধমনীর রক্ত নিয়ে গ্যাসের মাত্রা পরীক্ষা করে দেখা যায় তার রক্তে এসিডের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে (Ph 6.733 PCO2>130). তার রক্তচাপ অনেক কমছিল। আমরা প্রথমে ভেবে ছিলাম ফিমারের মতো

বড় হাড়ের ফ্র্যাকচারের কারণে তার অনেক রক্ত ঝরেছে শরীর থেকে, যার জন্য তার নিম্ন রক্তচাপ হচ্ছে। কিন্তু তীব্র মাত্রায় রক্তে অম্লতা থাকায় রক্ত সঞ্চালন করেও তার রক্তচাপ বাড়ানো যাচ্ছিল না। রক্তচাপ ঠিকমাত্রায় আনতে আমাদের Iontrops (রক্তচাপ বাড়ানোর ঔষধ) এর সহায়তা নিতে হলো।

নীতিগত ভাবে আমরা ৪ বছরের একটা বাচ্চা যে কীনা আয়নোট্রোপস (Iontrops) সহায়তায় আছে তার বড় কোন অপারেশনে যেতে পারি না। তার শারীরিক স্থিতিশীলতার জন্য আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা। সারা রাত এনেস্থেটিস্ট (অবেদনবিদ) এবং চিকিৎসকদের চেষ্টায় বিন্দ্রি রাত্রি পার করার পরেও রোগীর অবস্থা আরো জটিল হতে শুরু করে। তার শ্বাসযন্ত্র কোলাঙ্গ করে যায় এবং সে নিজে থেকে ভেন্টিলেটর সাপোর্ট ছাড়া নিঃশ্বাসই নিতে পারছিলো না। রোগীর অবস্থা আরো জটিল আকার ধারণ করলো যখন আমরা দেখতে পেলাম তার নাক দিয়ে ব্রেইনের চার দিকে থাকা তরল পদার্থ বের হয়ে আসা শুরু করেছে।



ফুসফুস রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ নাজমুল আলম খান এবং মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ অমল কৃষ্ণ পালের অক্লান্ত পরিশ্রমে রোগী রেসপিরেটরি ফেইলার থেকে উঠে আসে। শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সালমা সুলতানা আমাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছিলেন। চোখের জটিলতার জন্য চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মামুনের রহমানের পরামর্শ নেয়া হয়ে ছিল যথা সময়ে। হাড় ভাঙার সুচিকিৎসার জন্য অর্থোপেডিক্স বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাকিবুল হাসান ছিলেন সার্বক্ষণিক রোগীর ব্যবস্থাপনায়। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভর্তির চতুর্থ দিনের মাথায় এনেস্থেটিস্ট ডাঃ রাসেল আরাফাত আমাদের কে আশা ব্যঞ্জক কিছু শোনাল। রোগী ধীরে ধীরে শ্বাস যন্ত্রের অচলবস্থা (Respiratory Failure) থেকে সুস্থতার দিকে যাচ্ছে। কিন্তু এই সময় তার ডায়রিয়া শুরু হলো

নতুন করে।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সৃষ্টিকর্তার বিশেষ অনুগ্রহে, প্রায় ৯দিনের সুচিকিৎসা এবং সুব্যবস্থাপনায় রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠে। অত্যন্ত জটিল এবং জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকা রোগীদের সুচিকিৎসায় কেপিজে আইসিইউ (Intensive Care Unit) টীম বিশেষ ধন্যবাদ পাওয়ার মতোই কাজ করে আসছে।

নিঃসন্দেহে এই কেস টি একটি সম্মিলিত এবং সমন্বিত সুচিকিৎসা ব্যবস্থার একটি আদর্শ উদাহরণ।



# উচ্চ রক্তচাপ ও কিডনী রোগ

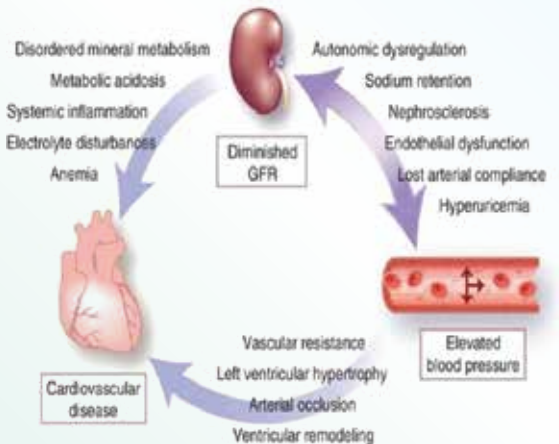
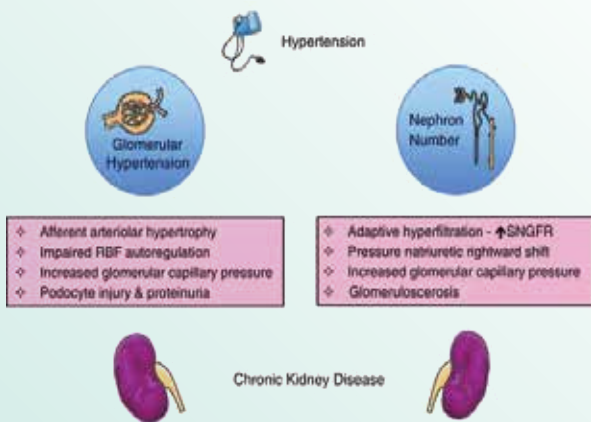


## ডাঃ নিজাম উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী

কনসালটেন্ট, নেফ্রলজী এবং কিডনী ডিজিজ

কিডনী মানব দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং দুটি কিডনী শরীরের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের শরীরে প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হয় তার শতকরা ২৫ ভাগ বা ১.৩ লিটার রক্ত দুটি কিডনী দিয়ে প্রবাহিত হয় যার মাধ্যমে রক্তচাপ স্থিতিশীল থাকে। সেজন্য উচ্চ রক্তচাপ এবং কিডনীরোগ অথবা দীর্ঘমেয়াদী কিডনী রোগ অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত।

বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ১.৩ বিলিয়ন মানুষ উচ্চ রক্তচাপ এবং ৮৫০ মিলিয়ন মানুষ দীর্ঘমেয়াদী কিডনীরোগে আক্রান্ত। এই সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। যাদের দীর্ঘসময় যাবত অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে তারাই পরবর্তীতে দীর্ঘমেয়াদী কিডনীরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ ধীরে ধীরে কিডনীর ছাকনযন্ত্র বা নেফ্রনসমূহের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি সাধন করে। ফলে কিডনীর কার্যক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে বা পরবর্তীতে দীর্ঘমেয়াদী কিডনীরোগ বা CKD তে রূপ নেয়। বর্তমানে অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ দীর্ঘমেয়াদী কিডনীরোগের দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ হিসেবে চিহ্নিত। যাদের উচ্চ রক্তচাপ নেই কিন্তু ডায়াবেটিস বা কিডনীর প্রদাহ (গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস) বা অন্য কোন কারণে দীর্ঘমেয়াদী কিডনীরোগ রয়েছে তারাও পরবর্তীতে উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হন। কারণ কিডনীর কার্যকারিতা হ্রাস পাবার ফলে এর মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। সেজন্য সুস্থ থাকার জন্য এবং দীর্ঘমেয়াদী কিডনীরোগ হতে মুক্ত থাকার জন্য সকলেরই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত জরুরী এবং এ বিষয়ে সকলের সচেতন থাকা প্রয়োজন।





# হৃদরোগের জরুরী মেবায় বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান



## ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান

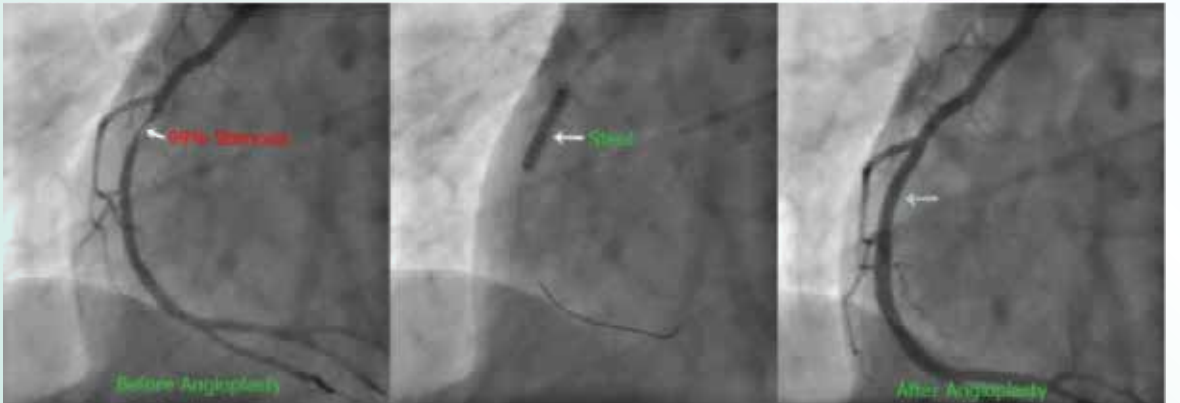
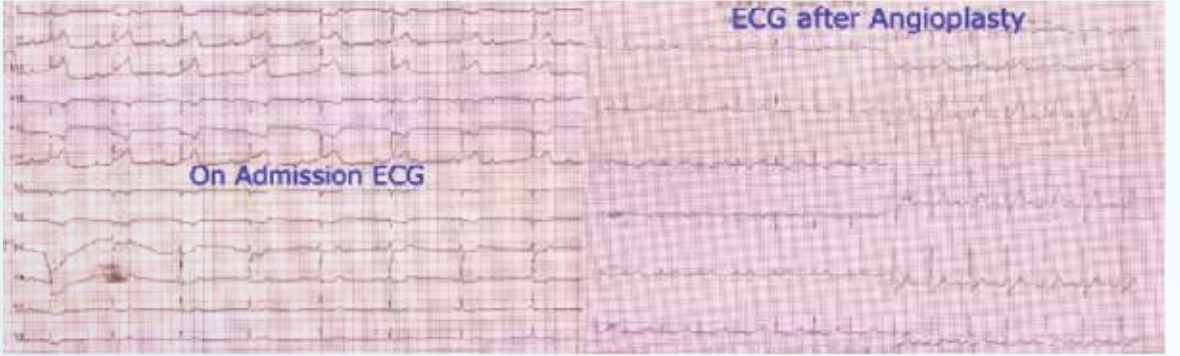
কনসালটেন্ট,  
কার্ডিওলজি এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি

মোঃ মিজান কাজী (ছদ্দ নাম) ৫৬ বছর বয়স্ক ভদ্র-  
লাক, আমাদের হাসপাতালের জরুরী বিভাগে আসেন  
তীব্র বুক ব্যাথা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসেন। আমরা  
তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর প্রয়োজনীয়  
পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বুঝতে পারি যে, তার বড়

ধরনের একটি হার্ট এটাক হয়েছে। আমরা রোগীর  
আত্মীয় স্বজনকে রোগীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে  
অবগত করি যে, উনার পরবর্তি চিকিৎসার জন্য  
এনজিওগ্রাম করাতে হবে এবং এনজিগ্রামে যদি কোন  
ব্লক ধরা পড়ে সেক্ষেত্রে স্টেন্টিং বা রিং পরাতে হবে।  
তারপর আমরা এনজিওগ্রাম সম্পন্ন করি এবং দেখতে  
পাই হার্টের ডান পাশের রক্তনালীতে ৯৯% ব্লক বা  
রক্ত জমাট বাধা আছে। আমরা দ্রুততার সাথে উক্ত  
রক্তনালীতে একটি স্টেন্টিং বা রিং পরানো সফলভাবে  
সম্পন্ন করি এবং ইন্টারভেনশন শেষে তাকে সিসিইউ  
(করোনারী কেয়ার ইউনিট) স্থানান্তর করি।

তিন দিন নিবিড় পর্যবেক্ষনে থাকার পর রোগী যখন  
সুস্থ এবং স্বাভাবিক ভাবে দৈনন্দিন কার্যক্রম শুরু  
করতে সক্ষম তখন আমরা তার বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা  
করি।

আলহামদুলিল্লাহ রোগী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ এবং  
স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছেন।



# "নিরাপদ ভাবে অবেদন অনুশীলন" (SAFE ANESTHESIA PRACTISE)



## ডাঃ মশফিকুর রহমান খান

স্পেশালিষ্ট, অ্যানেসথেসিয়া এবং আইসিইউ বিশেষজ্ঞ "অ্যানেসথেসিয়া" শব্দের বাংলা অর্থ অবেদন, সক্ষম দেহী বিশেষ অসাড় করন এবং অচেতন অবস্থা। অবেদন হল এমন এক স্থিতিবস্থা যখন রোগীর শরীরে ঔষধ প্রয়োগ করে বেদনা হীনতা, চেতনাহীনতা ও সর্বাঙ্গ শিথিলতা এই তিন রকম অবস্থার সমন্বয় করা হয়। নিরাপদ ভাবে অবেদন অনুশীলন করা একজন অবেদনবিদ এর মৌলিক ও অত্যাবশ্যিকীয় কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। নিরাপদ ভাবে অবেদন অনুশীলনের জন্য যে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড আছে সেটি ২০১০ সালে পুনঃ নির্ধার করা হয়।

এই মানদণ্ড গুলি একজন অবেদনবিদ কে পর্শনির্দেশনা, নিরাপত্তা ও সহযোগিতা করে এবং অপারেশনকালীন ও অপারেশন পরবর্তী অবেদনবিদ, শল্যচিকিৎসক ও অন্যান্য সাহায্যকারী কর্মচারীদের এবং সর্বোপরি রোগীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

### মানদণ্ড গুলি নিম্নরূপঃ-

- ১। পেশাদারী পদমর্যাদা (Professional Status):- মেডিক্যালীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন অবেদনবিদের সার্বক্ষণিক উপস্থিত নিশ্চিতকরণ।
- ২। পেশাদারী প্রতিষ্ঠান (Professional Organisation):- অবেদনবিদ অবশ্যই একটি পেশাদারী প্রতিষ্ঠান এর অর্ন্তগত হতে হবে। সেটি হতে পারে স্থানীয়, প্রাদেশিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত।
- ৩। শিক্ষা প্রাপ্তি, প্রশংসাপত্রদান ও স্বীকৃতি প্রদান ( Training, Certification & Accreditation):- অবশ্যই একজন অবেদনবিদের উপযুক্ত সময়, সুযোগসুবিধা ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রয়োজন।
- ৪। দলিলাদি ও প্রমানিত তথ্যবলা (Records & Statistics)

: অবেদন এর সকল দলিল ও প্রমানিত তথ্যাবলী সংরক্ষণ করতে হবে।

৫। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর্যালোচনা এবং বিবৃতি দেওয়া (peer review & incident reporting) :- প্রাতিষ্ঠানিক, প্রাদেশিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল ধরনের কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা ও বিবৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। কর্মভার (workload): যথাযথ / পর্যাপ্ত পরিমাণ ও কার্যকরী, দক্ষ অবেদনবিদ থাকতে হবে যাতে কর্মক্ষেত্রে অবসাদ না আসে।

৭। পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা, সাজসরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র (Facilities, equipments & medication):

৮। WHO 2009 safe surgical checklist : ২০০৯ সাল কর্তৃক প্রকাশিত "SAFF SURGICAL CHECKLIST" মেনে চলতে হবে।

### অপারেশন চলাকালীন মানদণ্ডঃ

- ১। অবেদন পূর্ববর্তী অংশবিশেষ পরীক্ষা (pre- anesthesia check up): গুরুত্ব অপরিসীম।
  - ২। উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ (Monitoring): (Supplementar O2)
    - (ক) প্রাসঙ্গিক অক্সিজেন প্রদান - অবেদনবিদকে অবশ্যই অক্সিজেন পূর্ণতা বা বিশুদ্ধতা যাচাই করতে হবে।
    - (খ) পালস অক্সিমিটারী (Pulse oximetrz): অক্সিজেনের ঘাটতি জানার জন্য অত্যাবশ্যিকীয়।
    - (গ) ETCO2: বায়ু চলাচল এর অনুরূপতা পেসার জন্য প্রয়োজন।
    - (ঘ) Precordial, Pretracheal or esophageal stethoscope : হৃদস্পন্দন পরীক্ষার যন্ত্র।
    - (ঙ) Auscultation or of heart sound
    - (চ) রক্তচাপ পর্যবেক্ষণ : BP cuff
    - (ছ) Electro cardiographz: হৃদস্পন্দনের কার্যকলাপ রেকর্ডিং।
    - (জ) তাপমাত্রা নির্ণয় : Thermometer
    - (ঝ) Neuromuscular function monitoring: নিউরাল ও পেশীবহুল উভয় টিস্যুর চরিত্রগত ক্রিয়াকলাপ নির্ণয়ের জন্য Peripheral nerve simulator এর ব্যবহার অত্যাবশ্যিকীয়।
    - (ঞ) অবেদনের গভীরতা (Depth of anesthesia): ToF monitoring
- সর্বশেষে অপারেশন পরবর্তী মানদণ্ড গুলো উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ - পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, ব্যথা উপশম, ব্যথানিরাময় এর ব্যবহার করে।

# বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস



## কে জামান উৎসব

ইনচার্জ - ফিজিওথেরাপি

৮ই সেপ্টেম্বর ২০২২, বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস। ফিজিওথেরাপিস্টরা তাদের রোগী এবং সমাজের জন্য যে কাজ করে যাচ্ছে তার স্বীকৃতির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দিবসটি পালন করা হয়।

এবারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ

"অস্টিও আর্থ্রাইটিস চিকিৎসায় ফিজিওথেরাপি সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি"

বিশ্ব জুড়ে প্রায় ৫২০ মিলিয়ন মানুষ অস্টিও আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত। অস্টিও আর্থ্রাইটিসে ৬০ শতাংশ রোগীদের মধ্যে হাঁটুতে সমস্যা তৈরী হয়।

অস্টিও আর্থ্রাইটিস যে কারণে হয়ে থাকে:

- জয়েন্ট পূর্ববর্তী আঘাত
- অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি
- বৃদ্ধ বয়স
- বংশগত কারণ

অস্টিও আর্থ্রাইটিসের লক্ষণসমূহ:

- ব্যথা
- ফোলা
- মাংসপেশির দুর্বলতা
- জয়েন্ট শক্ত হয়ে যাওয়া
- জীবনে গুণগত মানে পরিবর্তন

এই সমস্যাগুলো হলে একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ ফিজিওথেরাপিস্টের তত্ত্বাবধানে

- থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ
- মাংসপেশীর শক্তিবৃদ্ধি করণ
- স্বাভাবিক মুভমেন্ট ঠিক রাখা
- ওজন নিয়ন্ত্রণ
- অ্যারোবিক এক্সারসাইজ করা যেতে পারে।



শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল  
কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল  
সি/১২, তেঁতুইবাড়ি, কাশিমপুর, গাজীপুর। ওয়েব: www.sfmmpkjsh.com

কিডনি, মূত্রনাশি ও মূত্রথলির পাথরের  
সর্বাধুনিক চিকিৎসার PCNL, URS, ICPL, RIRS

**ডাঃ রনেন বিশ্বাস**  
কনসালটেন্ট-ইউরোলজি

Tel: 02-44077029-31  
+88 01810-008080  
+88 01810-503081

“লেট মা কেটে  
মেশিনের মাধ্যমে  
সাকল্যের সাথে  
পাথর অপারেশন”



শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল  
কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল  
সি/১২, তেঁতুইবাড়ি, কাশিমপুর, গাজীপুর। ওয়েব: www.sfmmpkjsh.com

ব্রেস্ট / স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিং-এ  
“ম্যামোগ্রাফি”

▶ অভিজ্ঞ রেডিওলজিস্ট  
▶ সর্বাধুনিক প্রযুক্তি

Tel: 02-44077030-31  
+88 01810-008080  
Emergency: 02-44077029

অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট  
www.sfmmpkjsh.com



শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল  
কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল  
সি/১২, তেঁতুইবাড়ি, কাশিমপুর, গাজীপুর। ওয়েব: www.sfmmpkjsh.com

যে কোন প্রকার

- Digital X-ray
- Fluoroscopy
- Barium X-ray
- Gastrografen
- IVU

নির্ভুল রোগ নির্ণয়  
অভিজ্ঞ রেডিওলজিস্ট ও  
সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে  
ডিজিটাল এক্স-রে-1000 MA

Tel: 02-44077030-31  
+88 01810-008080  
Emergency: 02-44077029

অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট  
www.sfmmpkjsh.com



শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল  
কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল  
সি/১২, তেঁতুইবাড়ি, কাশিমপুর, গাজীপুর। ওয়েব: www.sfmmpkjsh.com

অভিজ্ঞ রেডিওলজিস্ট ও  
সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে

ওপিজি ডেন্টাল  
এক্স-রে

Tel: 02-44077030-31  
+88 01810-008080  
Emergency: 02-44077029

অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট  
www.sfmmpkjsh.com




# শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল

সি/১২, তেঁতুইবাড়ি, কাশিমপুর, গাজীপুর। ই-মেইল: info@sfmmpkjsh.com



Care For Life

গ্রাহক সেবা কেন্দ্র ০২-৪৪০৭৭০৩০-৩১



ফোন: (+৮৮) ০১৮১০-০০৮০৮০